216483 - আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসা ঈমানের সর্বাধিক শক্তিশালী বন্ধন

প্রশ্ন

আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসা এবং এ ভালোবাসার অধিকার ও দাবী আদায় করা কি ইবাদত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম? এটা কি নফল ইবাদতের মর্যাদায়; নাকি হজ্জের, যেমনটি হাসান বসরী জনৈক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, ওহে আ'মাশ তুমি কি জান না, তোমার ভাইয়ের প্রয়োজনে বের হওয়া এক হজ্জের পর অপর হজ্জ আদায় করার সমান। তিনি কি তাকে উৎসাহমূলকভাবে এ কথাটি বলেছেন; নাকি আসলে এর সওয়াব এ রকম? একজন মানুষ যাকে আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসে তার সাথে কোন পদ্ধতিতে সম্পর্ক রক্ষা করবে, যাতে করে রহমানের ছায়ায় অবস্থান করতে পারে এবং আমাদের জন্য রহমানের মহব্বত অনিবার্য হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসা ঈমানের সবচেয়ে মজবুত বন্ধন। এটি এমন এক মহান ভিত্তি যার উপর মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত। এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে সম্প্রীতি ও মেলবন্ধন তৈরী হয়। ফলে তারা একে অপরকে ভালোবাসে, সাক্ষাত করে, উপদেশ দেয়, বংশ গড়ে, ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অর্থ পূরণ করে। এর মাধ্যমে তারা তাদের লেনদেনে, সঙ্গতিব ও আচার-আচরণে ঈমানের স্বাদ অনুভব করে। ইমাম আহমাদ (১৮৫২৪) বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "ঈমানের সবচেয়ে মজবুত বন্ধন হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করা।" মুসনাদ গ্রন্থের তাহকীককারীগণ হাদিসটিকে 'হাসান' আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপভাবে আলবানিও 'সহিহুত তারগীব' গ্রন্থে হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

অতএব, আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসা নেকীর কাজ ও উত্তম আমল।

সহিহ বুখারী (১৩), সহিহ মুসলিম (৪৫) ও সুনানে নাসাঈ (৫০১৭)-তে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে (হাদিসটির ভাষ্য নাসাঈর) যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "ঐ সত্তার কসম যার হাতে রয়েছে মুহাম্মদের প্রাণ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যে কল্যাণটি ভালোবাসে তার (মুসলিম) ভাইয়ের জন্যও সে কল্যাণটিকে ভালোবাসে"।

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: কারমানী বলেন: ঈমানের মধ্যে এটাও পড়ে, নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তার (মুসলিম)

ভাইয়রে জন্যওে সটোকে অপছন্দ করবে”।[ফাতহুল বারী (১/৫৮)]

যদি মুসলমিরে জন্য কল্যাণকে ভাল না বাসলে ওয়াজবি ঈমান পূর্ণতা লাভ না করে তাহলে সরাসরি মুসলমিকে ভালোবাসা ও মুসলমিরে সাথে মত্রৈী গড়া এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধকি যুক্তযিুক্ত ও অধকি মর্যাদার।

দুই:

ইবনে ইবনে আবুদ্দুনয়িা ‘কাযাউল হাওয়াইজ’ (পৃষ্ঠা-১০৩) গ্রন্থে ও ‘ইস্তনিাউল মারুফ’ (পৃষ্ঠা-১৬৩) গ্রন্থে ‘হাকাম বনি সনিান’ এর সূত্রে বর্ণনা করনে যে, মালকি বনি দনিার আমাদরে নকিট হাদসি বর্ণনা করছেনে তনিি বলনে, হাসান (রহঃ) মুহাম্মদ বনি নূহ ও হুমাইদ আত্-তাওয়লিকে তার ভাইয়রে এক প্রয়োজনে পাঠালনে এবং বললনে: তোমরা সাবতে আল-বুনানীর কাছে যাবে এবং তাকে তোমাদরে সাথে নয়িে যাবে। তারা সাবতেরে কাছে গলেে সে বলল: আমি ইতকিাফে আছি। তখন হুমাইদ হাসান (রহঃ) এর কাছে ফরিে এসে সাবতে যা বলছে সটো জানাল। তখন হাসান তাকে বললনে: তুমি তার কাছে ফরিে যাও এবং বল যে, ওহে উমাইশ! তুমি কি জান না যে, তোমার ভাইয়রে প্রয়োজনে গমন করা তোমার জন্য হজ্জরে পর হজ্জ আদায় করার চয়েে উত্তম?”

এই বর্ণনাটরি সনদ দুর্বল। আল-হাকাম বনি সনিান হাদসিে দুর্বল। ইবনে মায়নি, নাসাঈ, ইবনে সাদ ও আবু দাউদ প্রমুখ আলমে তাকে দুর্বল বলছেনে। ইবনে হব্বিান বলছেনে: তনিি ছকিাহ (নর্িভরযোগ্য) বর্ণনাকারীগণ থকেে এককভাবে মাওযু হাদসি বর্ণনা করছেনে। তাকে নয়িে মশগুল হওয়া চলে না।[তাহযীবুত তাহযীব (২/৩৬৭) থকেে সমাপ্ত]

এই বর্ণনাটকিে সঠকি ধরা হলে এতে মুসলমানদরে প্রয়োজন পূরণ করার প্রতি উৎসাহতি করার দললি এতে রয়ছে।

এর চয়েে অধকি বশিুদ্ধ হচ্ছে ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদসি: তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “আমি আমার কোন এক ভাইয়রে প্রয়োজনে সাথে যাওয়া আমার কাছে আমার এই মসজদিে একমাস ইতকিাফ করার চয়েে উত্তম। যে ব্যক্তি তার মুসলমি ভাইয়রে প্রয়োজনে সাথে গয়িে তার প্রয়োজনটি সম্পন্ন করে দয়ে আল্লাহ্ ঐ দনি তার পদযুগল অবচিল রাখবনে যইেদনি পাগুলো স্থরি থাকবে না।[তাবারানী (১৩৬৪৬), ইবনে বশিরান-এর ‘আল-আমালি’ প্রমুখ হাদসিটি বর্ণনা করছেনে এবং আলবানী ‘সলিসলিা সহহিা’ গ্রন্থে (৯০৬) হাদসিটকিে হাসান বলছেনে।

ইবনুল মুবারক তাঁর ‘আল-যুহদ’ গ্রন্থে (৭৪৬) আবু জাফর থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: এক লোক হুসাইন বনি আলী (রাঃ) এর কাছে এসে কোন এক প্রয়োজনে তাঁর সহযোগতিা চাইল। লোকটি এসে তাঁকে ইতকিাফ অবস্থায় পলে। তখন তনিি বললনে: আমি ইতকিাফে না থাকলে তোমার সাথে যতোম এবং তোমার প্রয়োজনটরি সমাধান করে দতিাম। লোকটি বরে হয়ে হাসান বনি আলী (রাঃ) এর কাছে গলে এবং তার কাছে নজিরে কাজরে কথা জানাল। তখন হাসান (রাঃ) তার সাথে তার প্রয়োজনে বরে হলনে। তখন লোকটি বলল: আমি আমার প্রয়োজনে আপনার সাহায্য চাওয়াটা পছন্দ করছলিাম না। আমি

হুসাইন (রাঃ) এর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বলছেন: আমি ইতিকাফে না থাকলে তোমার সাথে বের হতাম। তখন হাসান (রাঃ) বললেন: আল্লাহ্‌র জন্য আমার যে ভাই তার কোন প্রয়োজন সম্পন্ন করে দিতে পারা আমার কাছে একমাস ইতিকাফ করার চেয়ে উত্তম।"

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"মুসলমানদের কাজে সহযোগিতা করা ইতিকাফ করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর উপকার নিজের গণ্ডি পেরিয়ে অন্যদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ব্যক্তিগত উপকারের চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক উপকার অধিক উত্তম। তবে ব্যক্তিগত আমলটা যদি ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ ও ফরয শ্রেণীর হয় তাহলে নয়।"।[মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসাঈললি উছাইমীন (২০/১৮০)]

তিনি:

যেই সাতজনকে আল্লাহ্‌ ছায়া দিবেন, যেইদিন আল্লাহ্‌র ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না তাদের মধ্যে রয়েছে: "এমন দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবেসেছে; এর ভিত্তিতে একত্রিত হয়েছে ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে।"।[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

ইমাম আহমাদ (২২০০২) উবাদা বিন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আমার ভালোবাসা তাদের জন্য অবধারিত যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, আমার ভালোবাসা তাদের জন্য অবধারিত যারা আমার জন্য একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে, আমার ভালোবাসা তাদের জন্য অবধারিত যারা আমার জন্য একে অপরের পেছনে খরচ করে, আমার ভালোবাসা তাদের জন্য অবধারিত যারা আমার জন্য একে অপরের সাথে মুসাফাহা করে ও যোগাযোগ রাখে।"[আলবানী 'সহিহুল জামে' গ্রন্থে (৪৩২১) হাদিসটিকে 'সহিহ' বলছেন]

সত্য ভালোবাসা, আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠতা, নেকেকাজে সহযোগিতা, একে অপরকে উপদেশ দেয়া, নেকে কথা ও কাজে একত্রিত হওয়া এবং গুনাহর কথা ও কাজ বর্জন করার ক্ষেত্রে একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে বান্দা এই উচ্চ মনযিলে ও উন্নত স্তরে পৌঁছুতে পারে। তাছাড়া নিজের জন্য যা পছন্দ করে মুসলিম ভাইয়ের জন্যেও তা পছন্দ করা, নিজের জন্য যা অপছন্দ করে মুসলিম ভাইয়ের জন্যেও তা অপছন্দ করা, মুসলিম ভাইয়ের খুশিতে খুশি হওয়া, দুঃখে দুঃখী হওয়া, নেকীর কাজে সহযোগিতা করা, দুনিয়া ও আখেরাতের যা কিছু তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাতে তাকে সহযোগিতা করা, তার অনুপস্থিতিতে তার মর্যাদা রক্ষা করা, তাকে বা তার পরিবারের কোন সদস্যকে সহযোগিতা করা থেকে পিছিপা না হওয়া, তার ভাল দিকগুলো উল্লেখ করা, তার দোষ ঢেকে রাখা, তার গিবত না করা, অপবাদ না দেয়া, তার সাথে ঔরশজাত ভাইয়ের মত আচরণ করা; বরং তার চেয়েও ভাল আচরণ করা।

মোটকথা: ব্যক্তি নিজে যে আচরণ পেতে পছন্দ করে মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা ও কাজে, সাক্ষাতে বা অন্তরালে সে রকম

আচরন করা।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।